CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM III CC7: PERSPECTIVES ON INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD HISTORY

TOPIC C – VIII : An Overview of Twentieth Century IR History

Post Cold War Developments and Emergence of Other Centers of Power
শীতল যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলি এবং অন্যান্য শক্তি কেন্দ্রগুলির উত্থান

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

---

Post Cold War Developments and Emergence of Other Centers of Power
শীতল যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলি এবং অন্যান্য শক্তি কেন্দ্রগুলির উত্থান

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির ঘোষণা চমকপ্রদ ভাবে শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির রূপ ধারণ করে যা সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে।

- শীতল যুদ্ধের আসন্ন সমাপ্তির স্পষ্ট পূর্বাভাস ছিল ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে দ্বিখণ্ডিত জার্মানির পুনর্মিলন।
- ১৯৮৮ সালের জুন ও ডিসেম্বর মাসে গোর্বাচেভ পূর্ব ইউরোপের জন্য ইচ্ছামতো নীতি-নির্ধারণের স্বাধীনতা (Freedom of Choice) ঘোষণা করেন। এই নীতি ঘোষিত হওয়ার ফলে হাঙ্গেরি ১৯৮৯ সালের মে মাসে তার সীমানা উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে ঐ দেশের মধ্য দিয়ে পশ্চিম জার্মানির উদ্দেশ্যে পূর্বজার্মানদের অভিনিষ্ক্রমণ (Migration) শুরু হয়।
- পশ্চিম জার্মান চ্যান্সেলার (রাষ্ট্রপ্রধান) হেলমুট কোল ২৮শে নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে জার্মান সংযুক্তিকরণের বিষয়ে দশ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। পরে মস্কো শহরে ১৯৯০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সংযুক্তিকরণের লক্ষ্যে আলোচনা হয় ও তাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে।
- ১৯৯০ সালের ১৮ মার্চে প্রথম পূর্ব জার্মানিতে অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পশ্চিম জার্মানি-ভিত্তিক দলগুলি উল্লেখযোগ্য ভাবে ভাল ফল করে। এরই ধারাবাহিকতায় নব নির্বাচিত পূর্ব জার্মান সরকার ও পশ্চিম জার্মান সরকার, সংযুক্তি-সংক্রান্ত চূড়ান্ত আলোচনা করে।
- ১৯৯০-এর জুলাইতে গোর্বাচেভ ও কোল-এর বৈঠকের পরেই সংযুক্ত জার্মানির ভবিষ্যৎ পরিষ্কার হয় এবং এক নতুন জার্মানি গঠিত হয়। পুরো বার্লিন শহর (যা যুদ্ধ পরবর্তীকালে চার ভাগে বিভক্ত ছিল) সমেত পূর্ব জামানি (GDR) ও পশ্চিম জার্মানি (FRG) সংযুক্ত জার্মানিতে পুনঃগঠিত হয়। জার্মান-পোলিশ সীমান্ত রেখা হিসাবে অবশ্য ওডার-নাইসে লাইন কে (Order-Neisse Line) অপরিবর্তিত রাখা হয়।
- ১৯৯০-এর ৩১ আগষ্ট বার্লিনে জা্মানি সংযুক্তিকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অপরদিকে ১২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই চার মিত্র শক্তি,জার্মান

সংযুক্তিকরণের ব্যাপারে মস্কোতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর পথ ধরে ওই বছরের অক্টোবর মাসে নিউইয়র্কে আরও একটি বহুজাতিক চুক্তির মাধ্যমে এক প্রামাণ্যপত্র গৃহীত হয়।

- ফলে জার্মান ও বার্লিনের ওপর চার মিত্র শক্তি তাদের সকল অধিকার পরিত্যাগ্ করে এবং পরের দিন অর্থাৎ ৩ অক্টোবর পূর্ব জার্মানি বিশ্ব মানচিত্র থেকে অবলুপ্ত হয়। পরিকলত পনঃঐক্যবদ্ধ জার্মানরা প্রতিষ্ঠালাভ করে।

মস্কো ও বন, উভয়কেই পুনঃসংযুক্তিকরণের মূল্য দিতে হয়েছিল। একাধিক কারণে জার্মানির পুনঃসংযুক্তিকরণ মস্কোর কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসি জার্মানির আক্রমণে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তা ছাড়া মস্কো ঐক্যবদ্ধ জার্মানির NATO-র সদস্যপদ বজায় রাখতে রাজি হয়। এর তাৎপর্য এই যে পূর্ব জার্মানিতে NATO সম্প্রসারিত হয়ে যায়। মস্কো প্রতিশ্রুতি দেয় যে পূর্ব জা্মানিতে স্থায়ীভাবে মোতায়েন ৩,৮০,০০০ সোভিয়েত ফৌজকে সেখান থেকে সরিয়ে আনবে এবং সেই মতো মস্কো তার প্রতিশ্রুতি পালন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সব সিদ্ধান্ত পশ্চিমি দুনিয়ায় এক সাংকেতিক বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল তা হল গোর্বাচেভ সরকার অতি সচেতনভাবেই স্তালিন অধিষ্ঠিত পূর্ব ইউরোপের প্রতিরক্ষা|সুচক বেষ্টনী সহ তার সাম্রাজ্য অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে|

সোভিয়েত ও পূর্ব জার্মানির মতো পশ্চিম জার্মানিকেও চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। Order-Neisse Line-এর (পূর্ব জার্মানি-পোল্যাণ্ডের সীমান্ত রেখা) পূর্ব দিকের ভূতপূর্বজামান অঞ্চলের উপর তার অধিকার পোল্যাণ্ডকে পাকাপাকিভাবে ছেড়ে দিতে হয়। তা ছাড়া পশ্চিম জার্মানি সম্মিলিত দুই জার্মানির সামরিক বাহিনীর মিলিত আয়তন ৪৫ শতাংশ কমিয়ে আনতে এবং সৈন্য সংখ্যার মাত্রা ৩ লক্ষ ৭০ হাজারে সীমাবদ্ধ রাখার অঙ্গীকার করে | সামরিক ক্ষেত্রে এই স্ব-নিয়ন্ত্রণ Conventional Forces in Europe বা CFE আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তরূপে অবদান রাখে। ইউরোপের দেশগুলিতে প্রচলিত অস্ত্রসম্ভার লঘুকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০-এর ১৯ নভেম্বর প্যারিতে CFE চুক্তি স্বাক্ষরিত্ হয়।

বন অসংখ্য খাতে মস্কোকে একগুচ্ছ ক্ষতিপুরণ প্রদান করে বা প্রতিশ্রুতি দেয়। তার মধ্যে ১৫ বিলিয়ন পশ্চিম জার্মান মার্ক মূল্যের ঋণ মস্কোকে দেওয়া হয়। এইকেন তিন বিলিয়ন মার্ক ছিল সুদমুক্ত ঋণ। পূর্বজার্মান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী সোভিয়েতের বিশাল সৈন্যদলের জন্য রাশিয়ায় স্থায়ী আবাস তৈরির উদ্দেশ্যে অর্থ দেওয়া হয়। এ ছাড়াও ক সরকার পূর্ব জা্মানিতে পরিত্যক্ত সামরিক ঘাঁটি এবং ঐক্যবদ্ধ জার্মানিতে খারিজ করা সোভিয়েত যৌথ প্রকল্পগুলিরজন্য ক্ষতিপুরুণ দিয়েছিল। পোল্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে সোভিয়েত ক রাশিয়া প্রত্যাবর্তনেরজন্য নয়া জার্মানি পোলিশ সরকারকে পরিগমন কর (transfer fee) দেয়। উপরন্তু ইউরোপের পর পূর্ব, দক্ষিণপূর্ব ও অন্যান্য অংশ থেকে নয়া জার্মানিতে লাখে লাখে শরণার্থী

ও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা করা ও তার সাথে পূর্ব জার্মানির রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে বাজার নিয়ন্ত্রিত মুক্ত অর্থনীতিতে বিবর্তিত করার জন্য নয়া জামানিকে এখনও দীর্ঘকালীন ব্যয় বহন করতে হচ্ছে।

শীতল যুদ্ধোত্তর মার্কিন বৈদেশিক ও নিরাপত্তা নীতি:

শীতল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে, মার্কিন কৌশলবিদদের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে-কাজটি সামনে এসে উপস্থিত হয়, তা হল, ভবিষ্যৎ মার্কিন বৈদেশিক ও নিরাপত্তানীতি কোন পথে এগোবে তা ঠিক করা| Patrick M. Cromin-এর মতানুসারে ভবিষ্যৎ মার্কিন নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে চারটি ভিন্ন মতবাদ বিবেচ্য, যথা, **i) Fortress America বা America First, ii) Unipolar Moment, iii) Comprehensive Globalism এবং iv) Pax Consortis.**

এই সকল মতবাদগুলির মধ্যে দুটি বিষয়ে মৌলিক তফাৎ থাকার দরুন একে অপরের থেকে ভিন্ন:
প্রথমটি, কতদূর পর্য্যন্ত আমেরিকা তার অভিষ্ট সাধন করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদী নীতিরপরিবর্তে জাতীয়তাবাদী নীতি অনুসরণ করবে।
দ্বিতীয়টি, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়সমূহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কত পর্য্যন্ত ক্রিয়াশীল হয়, তাহলে কোন কোন দেশকে সঙ্গী রূপে বেছে নেবে এবং তারা কারা হবে।

Fortress America মতবাদের প্রবক্তা Patrick Buchanan-এর মতানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরাপ থেকে যেন বেরিয়ে আসে। আমেরিকার পক্ষে পশ্চিম ইউরোপের ধনী দেশগুলি (NATO-র সদস্য-রাষ্ট্রগুলি) সহ অন্যান্য আর্ত রাষ্ট্রের এবং বিশেষত পূর্ব ইউরোপের নিঃস্ব ও হতপ্রায় দেশগুলির নিরাপত্তার ভার বহন করা আর সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই ধরনের স্বাতন্ত্যবাদী নীতি গ্রহণ করলে যে সমস্যাটির সম্মুখীন হতে হবে তা হল মার্কিন শক্তির এমন আকস্মিক সংকোচন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে এবং সেই সঙ্গে আঞ্চলিক কর্তৃত্বকারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

Unipolar Moment এর সমর্থকেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে শীতল যুদ্ধ শেষ হওয়ায় বিশ্বে এক-নম্বর শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন হাতছাড়া না করে। ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি রূপরেখা তুলে ধরেন যেখানে তিনটি এক কেন্দ্র বিশিষ্ট শক্তিবৃত্ত উপস্থিত থাকবে।

- **কেন্দ্রে অবস্থিতি বৃত্তটি** গঠিত হবে পশ্চিমের শিল্পোন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহকে নিয়ে যার নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- **দ্বিতীয় বৃত্তটি** গড়ে উঠবে ভূতপূর্ব সোভিয়েত অঙ্গরাজ্যগুলি সোভিয়েতের প্রাক্তন মিত্র দেশগুলিকে নিয়ে।

- **তৃতীয় বৃত্তটি** গঠিত হবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে নিয়ে যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, ইজরায়েল, প্রভৃতি।

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, তৃতীয় বৃত্তের উন্নতশীল দেশগুলি মার্কিন নেতৃত্বাধীন বৃত্তে যোগদান করতে পারবে

এই মতবাদের বিপক্ষের যুক্তিটি হচ্ছে একক ক্রিয়াশীলতা প্রাধান্য পেলে তা আমেরিকার পক্ষে রাজনৈতিক ভাবে অতি-প্রসারিত এবং আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বহ হতে পারে| বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি রাজনৈতিক অসন্তোষ এমনিতেই যথেষ্ট প্রকট|

Comprehensive Globalism বা সর্বারথক ভুবনবাদ - যাকে 'New Order idealism' বা নয়া বিশ্ব রীতি আদর্শবাদ' হিসাবে অভিহিত করা যায়। এই আদর্শবাদ বিশ্বাস করে এমন এক নতুন বিশ্ব কাঠামোতে যা জাতিসঙেঘর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। বিশ্বনেতা রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত কোনও তাত্পর্যপূর্ণ ভূমিকাকে এই মতবাদ অস্বীকার করে | কার্যকারিত শূন্য এই মতবাদের দুই প্রধান প্রবক্তা হলেন Harry B. Hollins এবং John Mueller | বিশ্বব্যাপী যৌথ নিরাপত্তার কল্পনা করা সহজ, কিন্তু কার্যকর নয়। প্রায় দুশো বিভিন্ন মতাবলম্বী রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের
সভ্য। ফলে বহু বিষয়ে মতানৈক্য স্বাভাবিক।

Pax Consortis মতবাদটি পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের সঙ্গে আমেরিকার মৌলিক জোটবদ্ধতাকে আরও গভীর ভাবে সুসংহত করে সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই মতবাদের প্রবক্তাবৃন্দের যুক্তি হল এর ফলে শান্তি রক্ষার্থে যে বিপুল পরিমাণ ব্যয় হয় তা সমান ভাবে জোটের শরিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভাগ করে নিলে যুক্তরাষ্ট্রের উপর একতরফা চাপ কমে যাবে।

Zeigniew Brzezinski (বিখ্যাত অধ্যাপক) মন্তব্য করেন যে উদ্ভূত বিশ্ব প্রণালী অনেকটাই নির্ভর করবে ইউরোপিয়ান কমিশনের একীভবনের মাত্রা এবং এর পূর্বমুখী (অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপে) সম্প্রসারণের উপর, দূর প্রাচ্যে চীন, জাপান, আমেরিকা, সম্ভবত রাশিয়া এবং অন্যান্য রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি সম্ভাব্য আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্ভব এবং সাথে মধ্য প্রাচ্যে শান্তিরক্ষরতে আমেরিকার সালিসী ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকার উপর। উচ্চপদস্থ মার্কিন সরকারি কর্মচারী H, Nitze-র মতো তিনিও স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতা করেন; তার যুক্তিতে শীতল যুদ্ধ অবসানের পরে বৃহত্তর মাঝিন ভূমিকার বিকল্পগুলি হচ্ছে-হয় নয়া ইউরোপে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, দুর প্রাচ্যেক্ষমতার নতুন সমীকরণের ফলে স্থিতিশীলতা হ্রাস এবং মধ্য প্রাচ্যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির অবনতি, নয় বিশেষ এবং যথাযথ মার্কিন মদত ও EC এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠন ASEAN-এর (Association of South-East Asian Nations) মতো আঞ্চলিক সংগঠনগুলির প্রত্যক্ষ সাহায্যে একবিশ্বজনীন নিরাপত্তা কাঠামোর উদ্ভব।

প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব Strobe Talbott মত প্রকাশ করেন যে “অন্যান্য দেশে গণতন্ত্রকে সক্রিয় ভাবে সমর্থন দান করা, তার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হওয়া এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার” গুরুদায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন নিজ হাতে তুলে নেয়। তার দুবছর পরে ১৯৯৮ ক্লিনটন প্রশাসনের স্বরাষ্ট্র সচিব Madeleine Albright ঘোষণা করেন যে আমেরিকাকে উন্নত দেশগুলির মধ্যেকার মৈত্রীবন্ধনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, সাহায্য করতে হবে পরিবর্তনশীল তথা অতি দুর্বল ও দরিদ্র দেশগুলিকে।
তার দষ্টিতে শীতল যুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীতে চার রকমের রাষ্ট্র বর্তমান।

- **প্রথম** যারা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (System)- এর অংশীদার,
- **দ্বিতীয়,** যারা পরিবর্তনশীল কিন্তু ঐ ব্যবস্থারপূর্ণ অংশীদার হাতে চায়, (প্রাক্তন সোভিয়েত জোট),
- **তৃতীয় -** দুর্বল, গরীব নানা প্রকার অশান্তিতে মগ্ন রাষ্ট্রসমূহ (তৃতীয় বিশ্ব), ও
- **চতুর্থ,** যে-কটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে তোয়াক্কা করে না (মার্কিন দৃষ্টিতে সাদ্দামের ইরাক, ইরান, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া)।

এই চার প্রকার রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের রাষ্ট্রগুলি এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে। Albright এই বিধান করেন যে চতুর্থ শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলি মার্কিন সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকবে।

Joseph S. Nye তাঁর মত ব্যক্ত করেন সক্রিয় মার্কিন ভূমিকাকে সচল রাখার পক্ষে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্ত্জাতিক ঘটনাবলী ও প্রবণতাকে প্রভাবিত করবার জন্য 'কঠিন শক্তি’ (Hard Power) বা অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত আবেদন (Soft Power) উভয়ই আছে। যুক্তরাষ্ট্র যেমন ক্রয়ক্ষমতা ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে তেমনি তার কোকাকোলা, জিনস, টি-শার্ট, Fast food, সংগীত ও হলিউডের সিনেমা সারা বিশ্বকে প্রভাবান্বিত করেছে। একই ভাবে তার গণতন্ত্র, নাগরিকদের অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা, প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা, এই আদর্শগত বৈশিষ্ট্যগুলি রাজনৈতিক জগতে উল্লেক্ষযোগ্য|

স্বনামধন্য পণ্ডিত Samuel P. Huntington তার ‘সভ্যতার সংঘাত’ (Clash of Civilizations) লেখাতে দেখিয়েছেন যে বিশ্বের প্রধান প্রধান সভ্যতাগুলির মাঝে অসংখ্য বিভাজন রেখা বর্তমান। তাঁর মতে বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্টিয় সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতার সংঘাতে পশ্চিম দুনিয়ার নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমি স্বার্থসমূহকে রক্ষা করবার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা কৌশলবিদের মতামত A National Security Strategy For A New Century (1998) নামাঙ্কিত হোয়াইট হাউস দ্বারা প্রকশিত একটি প্রতিবেদনে অনুরণিত হয়। সেখানে জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত তিনি অন্যতম লক্ষ্যরূপে 'বিদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ সাধন’ কে স্থির করা হয়। এই মতের প্রতিধ্বনি শোনা যায় ২০০০ সালে হবু পররাষ্ট্র মন্ত্রী Colin Powell-এর মধ্যে তার পরের বছরে রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের উদ্বাধনী বক্তৃতায়।

শীতল যুদ্ধের আকস্মিক পরিসমাপ্তিতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতিক্রিয়া:

- শীতল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে সোভিয়েত হুমকি-র অবসান এর কারণে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো| বিশ্বব্যাপী বিশাল মার্কিন সামরিক শক্তি অনেকাংশে কর্মবিহীন হয়ে পড়ে।
- এর সাথে আরও সমস্যা হল 'হুমকি শূন্য পরিস্থিতি' বিরাজ করায় সামরিক খাতে বাজেট বরাদ্দ হ্রাসের আশঙ্কা।
- সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কোন রাষ্ট্রের আক্রমণের হুমকি লোপ পাওয়াতে পেন্টাগনের দৃষ্টি ঘুরে যায় তথাকথিত 'দুর্বৃত্ত' (rogue) রাষ্ট্রগুলির দিকে যারা পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জৈব যুদ্ধাস্ত্রএর মতো গন-বিধংশী অস্ত্র (Weapon of mass destruction or WMD) প্রস্তুতির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে 'দুর্বৃত্ত তত্ত্ব' (Rogue Doctrine) খাড়া করা হয়। মার্কিন মতে ইরাক, ইরান, উত্তর কোরিয়া, লিবিয়া, ও সিরিয়া-র মতো 'দুর্বত্ত' রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে লঘু সংঘর্ষের (low-intensity conflict) হুমকির সম্ভাবনা থাকার দরুন সামরিক খাতে ব্যয় কম করবার প্রশ্ন ওঠে না।
- পেন্টাগণের বাজেট বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার আর একটি কারণ মার্কিন প্রশাসন সন্ত্রাসবাদ, মাদকদ্রব্য চোরাচালান, ইত্যাদি নানাবিধ শীতল যুদ্ধোত্তর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এই নতুন বিপদগুলির মুখোমুখি হতে প্রযুক্তি সম্পন্ন ফৌজ গঠনের খাতে বিপুল ব্যয় করা হয়। একে সামরিক বিপ্লব (Revolution in Military Affairs - RMA) বলা হয় |

William Perry ও Ashton Carter আমেরিকার প্রতি হুমকির তিনটি তালিকা তৈরি করেন যে অস্তিত্বহীন):

- **প্রথম তালিকা :** সোভিয়েত ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করেন (বর্তমানে যে অস্তিত্বহীন)।
- **দ্বিতীয় তালিকায়** স্থান দেন মার্কিন স্বার্থের প্রতি ইরাক ও উত্তর কোরিয়ার গুরুতর হুমকিকে, এবং
- **তৃতীয় তালিকায়** কসোভো, বসনিয়া, সোমানিয়া, রাওয়াভা, হাইতির এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনিশ্চয়তাকে যা কিনা পরোক্ষ ভাবে মার্কিন নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদ্বয় এই উপদেশ দেন যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকাভুক্ত দেশগুলির সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকায় আমেরিকাকে তার সামরিক বাহিনীর কলেবর প্রয়োজনমাফিক ঢেলে সাজাতে হবে। অন্যদিকে শীতল যুদ্ধের-পরবর্তী যুগেও আমেরিকা ও রাশিয়া নিজেদের মধ্যে START-II, START-III & SORT.(Strategic Arms Reduction Talks) বাকুশলীগত অস্ত্রহ্রাস আলোচনা রূপায়িত হয়।

START-II স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৩ সালের ৩ জানুয়ারি, এই চুক্তির ফলে সকল রকমের ভূমি নির্ভর বহুমুখী (MIRV-ed)ICBM ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। কুশলীগত বোমা ('deployed strategic warheads')-এর উপর সর্বোচ্চ সীমা ৩০০০-৩৫০০ ধার্য করা হয় এবং ডুবোজাহাজ/সাবমেরিন-নির্ভর ক্ষেপণাস্ত্র বা SLBM-এর জন্য উচ্চসীমা ১৭৫০ ঠিক করা হয়। মার্কিন সেনেট এই চুক্তি অনুমোদন করেন ১৯৯৬-এর জানুয়ারিতে।

START-III-র আলোচনা শুরু হয় রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের আমলে ১৯৯৯-এর আগষ্ট থেকে, চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ২০০২-এর মে মাসে। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববর্তী SALT ও START আলোচনা ও চুক্তির মতোই, অর্থাৎ কুশলী অস্ত্রের মজুত আরও হ্রাস করবার প্রস্তাবের সঙ্গে 'জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা' (National Missile SDI) তারকা যুদ্ধেরই উত্তরসূরী এবং এই পরিকল্পনাটি রাশিয়ার কাছে কোনওমতেই গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ SDI-এর মতো, NMD ও দুইপক্ষের আণবিক ভারসাম্যকে ব্যাহত করবে এবং ভারসাম্য যুক্তরাষ্ট্রেরই পক্ষেই হবে।

রাশিয়া মনে করে NMD বাস্তবায়িত হলে তা ১৯৭২-এর ABM চুক্তির মূলসূত্রের পরিপন্থী। ২০০২ সালের মে মাসে মস্কোতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া SORT চুক্তি (Strategic Offensive Reduction Talks) বা কৌশলী আক্রমণাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র হ্রাস আলোচনা সাক্ষর করে। এই চুক্তির অপর নাম মস্কো চুক্তি (Moscow Treaty)। কৌশলী ক্ষেপণাত্রের উচ্চতম সীমা ১৭০০ থেকে ২০০০-এ বেঁধে দেওয়া হয়।

শীতল যুদ্ধের শেষে আন্তর্জাতিক দুনিয়া এক নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে যা একদিকে মার্কিন আধিপত্যের সুচনা করেছে, অন্যদিকে বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বরাজনীতির সনভাবনাও একই সঙ্গে বিরাজমান।

জাপানের মনছুরিয়া আক্রমণ, জার্মানিতে ক্ষমতায় আসা নাৎসিরা, জার্মানির ভার্সাই চুক্তির নিরস্ত্রীকরণ নিষেধাজ্ঞার একতরফা সমাপ্তি, ইতালির আগ্রাসন এবং ইথিওপিয়ার সংযোজন, জার্মানি, ইতালি ও জাপানের মধ্যবর্তী যৌথ বিরোধী চুক্তির উত্থানের মতো রাজনৈতিক সংকট, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ, জাপানের চীনের আক্রমণ, জার্মানির অস্ট্রিয়া সংযুক্তি এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় সুডেন জার্মানদের জার্মানিতে যোগ দেওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে ত্বরান্বিত করেছিল এবং শীতলযুদ্ধের পরে, ইউরোপ বা জাপান কারো অভিপ্রায় ছিলনা যে তারা তাদের দেশ থেকে মার্কিন বাহিনী সরে যায়।

শীতল যুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগুলি জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের একটি খুব বড় শত্রু রয়েছে যারা বিশ্ব সম্প্রদায়ের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল এবং যাদের আগে বিবেচনা করা হয়নি এবং এই শত্রুরা সুযোগের সন্ধানে অপেক্ষায় বসে ছিল। এই সময়কালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া, জাপান এবং ভারতের

কাছে আরও বেশি সংখ্যক যোগাযোগ করেছে এবং চীনকে পূর্ববর্তী প্রশাসনের দ্বারা "কৌশলগত অংশীদার" হিসাবে স্থির করা হয়েছিল তার বিপরীতে চীনকে একটি "কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী" হিসাবে নির্ধারণ করে ছিলো। এই নির্ধারণগুলি ইউএন-পোলার ওয়ার্ল্ড অর্ডার অব্যাহত রাখতে এবং নিজের ব্যতীত অন্য কোনও শক্তির উত্থান রোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

১১ ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ এ যুক্তরাষ্ট্রে অন্যতম বৃহত্তম প্রতীক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পরে এই পরিবর্তন ব্যবস্থা আবার পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ২০০৯ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে এটি আরও একটি রূপ নিয়েছে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি হয়েছে যোগাযোগ প্রায় সীমাহীন এবং পুরো বিশ্বকে সংযুক্ত করতে পরিচালিত। এই সংযোগটি বিশেষত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুভূত হয়েছে এবং বিশ্বায়নের ঘটনাটি তুলে ধরেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটি ক্ষমতার ঘটনার মধ্যে থাকা প্রধানদের প্রভাবিত করেছে এবং রাজনৈতিক শক্তি বা সামরিক শক্তির চেয়ে অর্থনৈতিক শক্তি আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা শুরু করেছে।